ভারতবর্ষ

এস্ ওয়াজেদ আলি

প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট এস ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১) সহজ ভাষায় গল্প লেখার অন্যতম পথিকৃৎ। সবুজপত্র-তে তাঁর অজস্র গল্প-উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ 'মাশুকের দরবার' (১৯৩০), 'গুলদস্তা' (১৩৩৪), 'ভাঙা বাঁশী', 'দরবেশের দোয়া' (১৯৩৮), 'গল্পের মজলিস' (১৩৫১) প্রভৃতি। প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি বিশেষ প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন। সমকালীন মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত ওয়াজেদ আলি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতি ছিলেন। ইংরাজী ভাষাতেও একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন।

মূল প্রবন্ধ :

পঁচিশ বৎসর পূর্বে একবার আমি কলকাতায় এসেছিলুম। তখন আমার বয়স দশ-এগারো বৎসর হবে। আমাদের বাসার নিকটে ছিল একটি মুদিখানা। তার পাশ দিয়ে আমাদের যাওয়া আসা করতে হত। সেই মুদিখানায় এক বৃদ্ধ গদীতে বসে বিপুলকায় একটি বই নিয়ে সাপ খেলানো সুরে কি পড়ত। বৃদ্ধের মাথায় ছিল মস্ত এক টাক, চারপাশে আর ধপধপে সাদা চুল। নাকের উপর মস্ত এক চাঁদির চশমা। গম্ভীর শুশ্রু বহু গুম্ফ শূন্য মুখ। বেশ বিজ্ঞ লোকের মতো চেহারা। একটি মাঝারী বয়সের লোক এক একবার বৃদ্ধের কাছে এসে বসে পাঠ শুনতো, আবার বন্ধের এলে গিয়ে তাদের দেখা-শুনা করত। আমারই বয়সী একটি ছেলে খালি গায়ে বুড়োর কাছে সর্ব্বদা বসে থাকত আর তার পাশে থাকত দুটি মেয়ে। বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তারা সেই পাঠ শুনতো। তাদের মুখের ভাব দেখে মনে হত বিষয়টি তারা বিশেষভাবেই উপভোগ করছে।

Scanned by CamScanner

বুড়ো কি পড়ছে জানবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল হলো। বাসা থেকে বেরিয়ে মুদিখানার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমি শুনতে লাগলুম। রামচন্দ্র কি করে কপিসেনার সাহায্যে সমুদ্রের ওপর সেতু বেঁধে লঙ্কাদ্বীপে পৌঁছেছিলেন,তাই ছিল পাঠের বিষয়। সেই অপূর্ব ক্রিয়াকাণ্ডের কথা শুনে ছেলেদেরমুখ আনন্দ, আগ্রহ, আর উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আমি যখন সেই বর্ণনা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতুম, তখন কেউ না কেউ এসে, আমায় ডেকে নিয়ে যেতো। সেতু বাঁধা হচ্ছিল তাই আমি জেনেছিলুম। রামচন্দ্র সেতু পার হয়েছিলেন কিনা, আর পার হয়েই বা কি করেছিলেন, তা তখন জানতে পারিনি।

দু'চার দিন পরে আমি দেশে ফিরে এলুম। তার পর কোথা থেকে যে কোথায় গেলুম' তার ঠিকানা নেই। পরিবর্তনের কত স্রোত আমার জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। সেই বৃদ্ধ আর তার সন্তান-সন্ততির নিরীহ শান্ত জীবনের ছবিটা মনের কোন্ গুপ্ত কোণে হারিয়ে গেল। তাদের অস্তিত্বের কথা আমি ভুলে গেলুম। এমন কত শত জিনিস রোজ আমরা ভুলে যাচ্ছি।

এই সেদিন দৈবক্রমে বেড়াতে বেড়াতে আবার সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম। ঘর-বড়ি সব বদলে গিয়েছে। আগে যেখানে খোলার ঘর ছিল, এখন সেখানে বড়ো বড়ো ম্যানশন (Mansions) মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আগে দু'চারটে রিক্‌শ আর ঘোড়ার গাড়ীই সে পথ দিয়ে যেতো। এখন বড়ো বড়ো মোটর অনবরত যাওয়া আসা করছে। আগে মিটমিট করে গ্যাসের বাতি জ্বলতো; এখন ইলেকট্রিক্ আলো স্থানটিকে দিনের মতো উজ্জ্বল করে রেখেছে। আমি কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ আমার চোখ পড়লো সেই পুরানো মুদিখানাটির ওপর। সেখানে বিশেষ কোন্ পরিবর্তন হয়নি। জিনিসপত্র ঠিক আগের মতো সাজান রয়েছে। চাল থেকে এখনও কেরোসিনের একটি বাতি ঝুলছে। বোধ হয় পঁচিশ বৎসর আগের সেই বাতিটি।

আমি কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেলুম ভিতরকার দৃশ্য দেখে! পঁচিশ বৎসর আগে যে বৃদ্ধকে দেখেছিলুম, ঠিক তারই মতো একটি বৃদ্ধ, গদির ওপর বসে, মোটা একটি বই নিয়ে সাপ-খেলানো সুরে কি পড়ছিল। পঁচিশ বৎসর আগের সেই মধ্যবয়স্ক লোকের মতোই একটি মধ্যবয়স্ক লোক এক একবার এসে সেই পাঠ শুনছিল; আর আবশ্যক-মত খদ্দেরদের দেখা শুনা করছিল। ঠিক সেই আগের ছেলেটির মতো একটি ছেলে, খালি গায়ে বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে বসেছিল। তার পাশে বসেছিল সেই আগেকার মেয়েদের মতো দেখতে দুটি মেয়ে।

কোন্ মায়া-মন্ত্র-বলে সুদূর অতীত আবার ফিরে এল নাকি! আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম। বৃদ্ধ পড়ছিল রামচন্দ্রের সেই সেতু-বন্ধনের কথা-পঁচিশ বৎসর আগে যা শুনেছিলুম।

Scanned by CamScanner

আমি আর থাকতে পারলুম না; সোজা বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বললুম, 'মশায়, মাপ করবেন ঠিক পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি এই ছেলেদের সামনে আপনাকে এই বই পড়তে দেখেছি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এরা কি আর বাড়েনি, আর আপনার মধ্যেও কি কোনো পরিবর্তন হয়নি। রামচন্দ্র কি এখনও সেই সেতুবন্ধনের কাজে ব্যস্ত আছেন?'

বৃদ্ধ তার চোখ দুটি তুলে আমার দিকে একবার চাইলে। নাকের ওপর থেকে চশমা খুলে ধুতির খুঁট দিয়ে গ্লাস দুটিকে ভালো করে পুঁছে আবার সেটিকে নাকের ওপর চড়ালে। ধীরে গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক একবার ভালো করে দেখে নিলে;তারপর বিস্ময়ের স্বরে বলল, 'পঁচিশ-বৎসর আগে আপনি এখান দিয়ে গিয়েছিলেন?' আমি বললুম, 'আজ্ঞে, হ্যাঁ!' বৃদ্ধ বললে, 'তা হলে আপনি আমার স্বর্গীয় পিতা মহাশয়কে এই রামায়ণ পড়তে দেখেছেন। আমার ছেলে-মেয়েরা তাঁরকাছে বসে পাঠ শুনতো। ছেলেটি এখন ওই বড়ো হয়েছে। ওর বয়স আপনার মতোই হবে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। এই ছেলেটি হচ্ছে আমার নাতী, আরএই মেয়ে দুটি আমার নাতনী; আমার ওই ছেলে সন্তান!' বৃদ্ধের হাতের বইটির দিকে ইঙ্গিত করে বললুম 'এ বইটি কবেকার?' স্মিত হাস্যে বৃদ্ধ বললে, 'এ হচ্ছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ। আমার দাদামশায় বটতলায় এটি কিনেছিলেন! সে অনেক দিনের কথা; আমার তখন জন্ম হয়নি!'

বৃদ্ধকে অভিবাদন করে দোকান ত্যাগ করলুম। মনে হল, আমি দিব্য চক্ষু পেয়েছি। প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুঁত একটি ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠলো। সেই tradition সমানে চলেছে, কোথাও তার পরিবর্তন ঘটেনি।*

* রচনাটি লেখকের 'মাশুকের দরবার' গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে।

Scanned by CamScanner

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর

১। কলকাতায় থাকার সময় লেখকের বয়স ছিল — দশ-এগারো।

২। 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধে যে দোকানের কথা উল্লিখিত — মুদিখানা

৩। 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধে রামায়ণের যে কান্ডের কথা উল্লেখ আছে — লঙ্কা কাণ্ড।

৪। রামচন্দ্র যার সাহায্যে সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন করেছিলেন — কপিসেনা।

৫। 'ভারতবর্ষ' রচনায় বৃদ্ধ রামায়ণের অংশ পাঠ করেছিলেন — রামচন্দ্রের সেতুবন্ধন।

৬। 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধে যে জাতীয় গ্রন্থের নামোল্লেখ আছে — কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

৭। দাদামশাই যেখানে রামায়ণ কিনেছিলেন — বটতলার।

৮। এস. ওয়াজেদ আলির 'ভারতবর্ষ' রচনাটি যে গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে — 'মাওকের দরবার'।

৯। 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থে লেখক যেখানে ভ্রমণের কথা বলেছেন — কলকাতা।

১০। 'ভারতবর্ষ' রচনায় লেখক যে পরিবর্তনের কথা বলেছেন — কাল / সময়।

Scanned by CamScanner